১০০ টাকা ব্যাংকনোটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

ইন্টাগ্লিও কালির অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা এবং নোটের মূল্যমান ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত আছে, যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নীচু অনুভূত হবে।

OVI ঃ

নোটের উপরের ডানকোণায় সোনালী থেকে সবুজ রংয়ের OVI (Optically Variable Ink) দ্বারা **100** লেখা রয়েছে, নোটটি নাড়াচাড়া করলে যা সোনালী থেকে সবুজ রংয়ে পরিবর্তন হবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বামপাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া চুলের বেণী সদৃশ নিরাপত্তা সুতা রয়েছে, যার একটি অংশ লাল হতে সবুজ রংয়ে পরিবর্তিত হবে এবং অপর অংশ (উজ্জ্বল রূপালী বার) এ '১০০ টাকা' লেখা রয়েছে। নোটটি আলোর বিপরীতে ধরলে তা দৃশ্যমান হবে। নোটটি নাড়াচাড়া করলে এতে হলোগ্রাফিক ইমেজ দেখা যাবে।

ইন্টাগ্লিও কালির অসমতল ছাপা ঃ

অন্ধদের জন্য নোটের ডানদিকে ৭টি সমান্তরাল লাইন ও এর নীচে ৩টি ছোট বৃত্ত ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত আছে, যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নীচু অনুভূত হবে।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে 100 লেখা এবং উপরে বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগোর উজ্জ্বলতর জলছাপ রয়েছে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

অতি ক্ষুদ্র আকারের BANGLADESH BANK লেখা পুন:পুন: লিখে এই লাইনটিতে মুদ্রিত রয়েছে। লেখাগুলো অতি ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে এগুলো দেখা যাবে না।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় ১০০ মুদ্রিত আছে। নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

নোটের সাইজ : ৬২ x ১৪০ মিলিমিটার।

ইন্টাগ্লিও কালির অসমতল ছাপা ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে ঐতিহ্যবাহী তারা মসজিদের চিত্র মুদ্রিত আছে, যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নীচু অনুভূত হবে।

কাগজ ঃ

নোটটি ১০০% কটন ফাইবার দ্বারা পরিবেশ বান্ধব উন্নত মানের কাগজে মুদ্রিত। এতে লাল, নীল ও হলুদ রংয়ের অদৃশ্য ফাইবার রয়েছে, যা UV (Ultra Voilet) লাইটে দৃশ্যমান হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features